[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

করবে না বলে মুচলেকা দেওয়ার পর তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।
মেহেরপুর সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর অফিসার তারিকুল ইসলাম এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আমঝুপিতে গণপ্রচেষ্টা নারী দলের অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা

মেহেরপুরের আমঝুপিতে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক ও এএলআরডি যৌথ আয়োজনে দিনব্যাপী গণপ্রচেষ্টা নারী দলের অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল ১০ টায় মউক এর হলরুমে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভা প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মউকের নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম।

তিনি বলেন, নারী দলকে আরো সুসংগঠিত হয়ে যুগোপযোগী যৌথ কৃষি উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসাবে নারী দলের কর্মকান্ড বেগবান করতে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোঃ মুরাদ হোসেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এনিমেটর মোঃ শাহিনুর হোসেন। সভায় ৫টি নারী দলের ১৫জন দলীয় নেতা অংশগ্রহণ করেন।

জীবননগরে পান চাষে স্বাবলম্বী

চাষীরা

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলায় ৯০ভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। সকাল হলেই লাঙ্গল-জোয়াল ঘাড়ে নিয়ে কৃষকরা ছুটে যায় জমিতে।

এমনই একজন পান চাষী জীবননগর উপজেলার হাসাদহ ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামের রহমত আলী। যিনি ২ বিঘা জমিতে পান চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

তিনি জানান, পান চাষে বিঘা প্রতি ৬০ হাজার টাকা বিনিযোগ করেছেন। এক বছরের মাতায় তার বিনিয়োগ কৃত অর্থ উঠে প্রায় বিঘা প্রতি ৭০ থেকে ৮০হাজার টাকা লাভ হয়েছে। তা ছাড়াও এখন পর্যন্ত জমিতে যে পরিমাণ পান আছে তাতেও সে অনেক টাকা আয় করবে বলে জানান।

পান চাষে এই বিপ্লবের বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি ছোট বেলা থেকেই কৃষি কাজ করি। তা ছাড়া বর্তমানে আমার জমিতে প্রতিদিন পুরুষ এবং নারী শ্রমিক পান বরজে কাজ করে।

কৃষি অফিস থেকে কোন সাহয্য সহযোগিতার কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি কোন দিন কৃষি অফিসের কোন সাহায্যে সহযোগিতা পাইনি। তবে কৃষি অফিস থেকে মাঝে মাঝে পানের রোগ মুক্তি করার লক্ষে জমিতে এসে পরামর্শ দিয়ে যান।

এদিকে রহমত আলীর কাছে পান চাষ শিখে এখন অনেকে পান চাষে বিপ্লব ঘটিয়েছে। এর মধ্যে একই গ্রামের কৃষক মইদুল ইসলাম জানান, রহমত আলীর কাছ থেকে পান চাষ শিখে আজ তিনিও সাবলম্বী হয়েছে।

রহমত আলীর পান চাষে আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন এলাকার চাষীরা নিয়মিত ভিড় জমাচ্ছেন তার পান চাষ রপ্ত করতে পানের বরজে।

স্থানীয় পান চাষীরা অভিযোগ কেও বলেন, জীবননগর উপজেলায় বর্তমানে যে হারে পান চাষ হচ্ছে সে তুলনায় পানের একটি নিদিষ্ট কোন বাজার না থাকায় পান চাষীরা পান বিক্রি নিয়ে অনেক সময় হতাশার মধ্যে দিন যাপন করতে হয়।

যদি সরকারি ভাবে জীবননগরে একটি পানের স্থায়ী বাজার স্থাপন করা হয় তা হলে কৃষকরা অনেক উপকৃত হবে।

এ ব্যাপারে জীবননগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার বলেন, জীবননগর উপজেলার মাটি সব ফসলের জন্য অন্যতম রহমত আলী ও মইদুল ইসলাম পান চাষে বিপ্লব ঘটিয়েছে এতে তারা সাবলম্বী হয়েছে। তা ছাড়াও জীবননগর উপজেলা একটি কৃষি প্রধান এলাকা এই এলাকায় পান চাষের পাশাপাশি কপি, মরিচ, লাউ সহ বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ হয়ে থাকে। এবং আমাদের কৃষি অফিস থেকে সব সময় কৃষকদের চাষে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকে।

এলাকায় কোন নিদিষ্ট সবজির হাট না থাকায় চাষীরা সঠিক দাম পাচ্ছে না। তবে এই এলাকায় সবজির হাট খুবই প্রয়োজন। তাহলে এলাকার চাষীরা উপকৃত হবেন।

মুজিবনগরে কুদরত-ই-খুদা ক্লিনিকের ভবন উদ্বোধন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে কুদরত-ই-খুদা ক্লিনিক এন্ড ল্যাবের নতুন ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার বিকালে জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে কুদরত-ই-খুদা ক্লিনিক এন্ড ল্যাব এর নতুন ভবন উদ্বোধন করেন।

সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান কামরুল হাসান চাঁদুর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, প্রফেসার হাসানুজ্জামান মালেক, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য্য, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুস্তাকিম হোসেন খোকন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তৌফিকুল বারি বকুল, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল, আওয়ামী লীগ নেতা রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সেখানে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

আক্রান্ত :: মোট ৫৮৯

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। পজিটিভ ৩ টি (গাংনী-২, সদর -১)। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫৮৯ জনে।

আজ বিকাল মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ১৭ টি রিপোটের মধ্যে ৩ টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩৮২৪ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ৪৩ (সদর-১৩, গাংনী- ২৪ মুজিবনগর- ০৬) জন।

এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। তার মধ্যে সদরে- ৭, গাংনী- ৬, মুজিবনগর- ২)।

সুস্থ হয়েছেন ৪৮৫ (সদর-২৬১, গাংনী -১৭৬, মুজিবনগর- ৪৮) জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৪৩ জনকে।

গাংনীতে চুরি যাওয়া পাট বোঝাই ট্রাক উদ্ধার, গ্রেপ্তার-২

ফরিদপুর মধুখালী থেকে কৌশলে চুরি যাওয়া ২৫২ মন পাটসহ একটি ট্রাক গাংনী থানা পুলিশের সহায়তায় জব্দ করেছে মধুখালী থানা পুলিশ।

গতকাল রোববার বিকেলে মধুখালী থানার এসআই তোফাজ্জল হোসেন ও সঙ্গীয় ফোর্স গাংনীর বালিয়াঘাটের একটি গুদাম থেকে পাট জব্দ করেন।

এ ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরা হচ্ছে- হাড়াভাঙ্গা গ্রামের ইয়াছিন আলীর ছেলে সুজন ও একই গ্রামের গোলাম হোসেনের

ছেলে কালাম।

পাটের স্বত্তাধিকারী মধুখালীর আসাদুজ্জামান জানান, তিনি বগুড়া মোকামতলা পাইকার জুট মিলে ২৫২ মন পাট বিক্রির উদ্দেশ্যে একটি ট্রাক লোড দেন। যার নম্বর ঢাকা মেট্রো ট- ১৮-৩০৪৭। ট্রাকের মালিক বালিয়াঘাট গ্রামের নব মুসলিম কাউছার আলী। তিনি নিজেই চালক ছিলেন। ট্রাকটি গত ৯ সেপ্টেম্বর বগুড়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। ১১ তারিখ পর্যন্ত ট্রাকটি জুটমিলে না পৌছানোর ফলে তিনি মধুখালী থানায় কাউছারসহ ৬ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন।

এদিকে মামলা গ্রহণ সাপেক্ষে পুলিশ পাট বোঝাই ট্রাক ও চালকের মোবাইল ফোন ট্রাকিং করে তাদের অবস্থান নিশ্চিত হয়ে অভিযান চালায়। ট্রাক মালিক ও চালক কাউছার পালিয়ে গেলেও তার দুজন ব্যবসায়ীক পার্টনার সুজন ও কালাম ধরা পড়ে। সেই সাথে জব্দ করা হয় ট্রাক ও পাট।

অভিযানে আসা এসআই তোফাজ্জল হোসেন জানান, সুচতুর কাউছার ট্রাক নিয়ে পালিয়ে আসার পর ট্রাকের সামনে কাঁচ ও অন্যান্য অংশ খুলে ফেলে যাতে কেউ ট্রাকটিকে সনাক্ত করতে না পারে। সে ওই গুদামটি ভাড়া নেয় এবং স্থানীয়দের কাছে প্রচার করেন যে তিনি পাট কিনে এনেছেন বিক্রি করবেন।

ইতোমধ্যে বেশ কিছু পাটও বিক্রি করেছেন। গ্রেপ্তারকৃতদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে অবশিষ্ট পাট উদ্ধার করা হবে।

এদিকে গ্রেপ্তারকৃত দুজনের পরিবারের দাবী, এরা পাট ব্যবসায়ী এবং কাউছারের কাছ থেকে পাট কিনেছেন। তারা চোর না। স্থানীয় লোকজনও একই কথা জানিয়ে তাদেরকে মুক্তি দিতে অনুরোধ করেন।

মধুখালী থানার ওসি আমিনুল হক জানান, মামলায় কাউছার আলীকে সহ ৬ জনকে আসামী করা হয়েছে। এর মধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। বাকিদেও কে গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সেই সাথে খুঁজে বের করা হচ্ছে আন্তঃজেলা চোর চক্রের মূল হোতাকে।

গাংনী থানা ইনর্চাজ ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, মধুখালী থেকে একজন ড্রাইভার কৌশুলে পাট চুরি করে নিয়ে আসে। মধুখালী থানা অফিসার ইনর্চাজ বিষয়টি নিয়ে আমার সাথে আলাপ করলে তাদের অভিযানে গাংনী থানা পুলিশ সার্বিক সহযোগিতা করে।

আলমডাঙ্গায় মাদক ব্যবসায়ীর ৬ মাসের কারাদন্ড

আলমডাঙ্গার কেশবপুর গ্রামের মাদক ব্যবসায়ী এমদাদুলকে গাঁজা বিক্রি ও বহনের দায়ে ৬ মাসের কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালত। রবিবার বিকেল ৪ টায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী কারাদন্ডের আদেশ দেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, হারদী ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামের রুহুল আমীনের ছেলে মাদক ব্যবসায়ী এমদাদুল হক দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় গাঁজা বিক্রি করে আসছিল। সংবাদ পেয়ে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমাণ আদালত। কেশবপুর গ্রামের বাদলের দোকানের সামনে থেকে আটক করা হয় এমদাদুলকে। তার দেহ তল্লাসী করে উদ্ধার করা হয় ১০ গ্রাম গাঁজা।

আদালতের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন ও মাদক বিরোধী অভিযানে অংশ নেওয়া থানার এসআই সফিকুল ইসলাম জানান, এমদাদুল এলাকায় গাঁজা ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য বিক্রি করে আসছিল।

গতকাল রবিবার বিকেলে কেশবপুর গ্রামের বাদলের দোকানের কাছ থেকে তাকে আটক করা হয়। গাঁজাও পাওয়া যায়। ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ৬ মাসের কারাদন্ডের আদেশ দেন।

জেলা পুলিশের উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ ও সচেতনতা মূলক অভিযান

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব রোধে মেহেরপুর হোটেল বাজার এলাকায় সাধারণ নাগরিকদের করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে

করণীয় সম্পর্কে সচেতন করতে মাস্ক বিতরণ করেছে মেহেরপুর জেলা পুলিশ।

গতকাল রবিবার বিকেলে, শহরের হোটেল বাজার এলাকায় মাস্ক বিতরণ ও সচেতনতা মূলক প্রচার অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় পুলিশের পক্ষ থেকে জনগণকে সতর্ক থাকা এবং মাস্ক ছাড়া ঘরের বাইরে বের না হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। একই সাথে মাস্ক ছাড়া অসচেতন ভাবে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়।

এ সময় মাস্ক বিহীন পথচারীদেও মাঝে বিনা মূল্যে মাস্ক বিতরণ করা হয়।